[২০২১] ১১ এস. সি. আর. ৭৭২
পাঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড এবং আরেকটি
বনাম
ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড
(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৫৮২৩-৫৮২৪)
২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২১
[নাগেশ্বর রাও, বি. আর. গাভাই এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিগণ]

কয়লা খনি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৫-এর ধারা-১১-মনোহর লাল শর্মা বনাম প্রধান সচিব এবং অন্যান্যদের মামলায় [২০১৪] ৮ এস. সি. আর. ৪৪৬ হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কয়লা ব্লকগুলির বরাদ্দ স্বেচ্ছাচারী এবং অবৈধ ছিল-এই জাতীয় সমস্ত কয়লা ব্লক বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছিল-উত্তরদাতা-পূর্ববর্তী ঠিকাদার যদি মাইনিং লিজের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের প্রথম অধিকার থাকে, যেমন হাইকোর্ট রায় দিয়েছে-আপিলে বলা হয়েছেঃ ধারা ১-এ বলা হয়েছে যে একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী, মামলা হিসাবে, তফসিল-I-এর কয়লা খনিগুলি, কয়লা খনির কাজকর্মের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বরাদ্দের মধ্যে যেকোনও ব্যক্তির কাছে বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ ও অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন করতে পারে-যদি সফল দরদাতা বা বরাদ্দার বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ বা অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তফসিল-I-এর কয়লা খনির ক্ষেত্রে সফল দরদাতা বা বরাদ্দের বিরুদ্ধে এই জাতীয় সমস্ত চুক্তি কার্যকর করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই জাতীয় চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির একমাত্র প্রতিকার হবে পূর্ববর্তী বরাদ্দের বিরুদ্ধে - যদি এটি ধরে নেওয়া হয় যে ধারা, ১১, কোনও পূর্ববর্তী ঠিকাদার যদি তার কার্যকারিতা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় এবং যদি তার বিরুদ্ধে কিছু না থাকে, তবে এটি ধারা ১১ তে এমন কিছু সরবরাহ করবে যা সংবিধির জন্য সরবরাহ করা হয়নি-হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করতে ভুল করেছিল যে উত্তরদাতার একটি বৈধ প্রত্যাশা ছিল-কেবলমাত্র কারণ কয়লা ব্লকটি আবার আবেদনকারীকে বরাদ্দ করা হয়েছিল, উচ্চ আদালতে কোনও উত্তরদাতার পক্ষে আবেদন করার মতো একই অধিকার দিতে পারে না। ০৬.০৪.১৮ ধারা ১১ অনুসারে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করার পরে-বিতর্কিত রায় বাতিল করা হয়েছে-

পাঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড

৭৭৩

সংবিধির ব্যাখ্যা-আক্ষরিক ব্যাখ্যা-বৈধ প্রত্যাশার মতবাদ-প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি-বিচারিক পর্যালোচনা।

সংবিধির ব্যাখ্যা-আক্ষরিক ব্যাখ্যা-সরল ও আক্ষরিক অর্থ-অনুষ্ঠিত হয়ঃ যখন কোনও সংবিধিতে ব্যবহৃত শব্দের সরল ও আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর, আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় সংগ্রহ করা যেতে পারে, তখন সংবিধিতে শব্দ যুক্ত করা অনুমোদিত নয়-কয়লা খনি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৫-ধারা, ১১।

প্রশাসনিক আইনঃ

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ- আলোচনার সুযোগ।

জুডিশিয়াল রিভিউ - ওয়েডনেসবারি নীতি-স্থিরঃ ওয়েডনেসবারি নীতি প্রয়োগ করার সময়, আদালত পরীক্ষা করবে যে কোনও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এমন কিনা যে কোনও কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক আইনের উপর নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করতে পারে না।

শব্দ এবং বাক্যাংশ - ২০১৫ সালের ১১ নং আইনের "নির্বাচিত হতে পারে"-এর অর্থ-আলোচিত-কয়লা খনি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৫-এর ১ নং ধারা।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, এই আদালত

স্থির: ১.১, কয়লা খনি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৫ মনোহর লাল শর্মা-১-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের অনুসরণে প্রণয়ন করা হয়, যেখানে এই আদালত রায় দেয় যে ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কয়লা ব্লকের বরাদ্দ স্বেচ্ছাচারী, অবৈধ এবং সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী ছিল। উক্ত আইনের ১১ ধারার একটি সরল পাঠ প্রকাশ করবে যে এটি একটি অ-অবাস্তব ধারা দিয়ে শুরু হয়। এতে বলা হয়েছে যে, তফসিল-I-এর কয়লা খনিগুলির ক্ষেত্রে, একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী, কয়লা খনন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের মধ্যে যে কোনও একজনের সাথে বিদ্যমান এমন চুক্তিগুলি গ্রহণ ও অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন করতে পারেন এবং এটি এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি নবায়ন গঠন করবে। "নির্বাচিত হতে পারে" শব্দগুলি স্পষ্টভাবে দেখাবে যে আইনসভা একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীকে নির্বাচিত করার জন্য সম্পূর্ণ বিচক্ষণতা দিয়েছে। "নির্বাচিত হতে পারে" শব্দের অর্থ নির্বাচন না করার বিচক্ষণতাও হবে। কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে, একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী এমন চুক্তি গ্রহণ এবং চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পূর্ববর্তী যে কোনও বরাদ্দের সাথে বিদ্যমান থাকতে পারে

কয়লা খনির কাজকর্মের ক্ষেত্রে, এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য এটি একটি নবায়ন গঠন করবে। যদি সফল বরাদ্দকারী এই ধরনের চুক্তি গ্রহণ বা অব্যাহত রাখতে না চান, তাহলে এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নবায়নের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সাই আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (২)-এর পর্যালোচনায় এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনও সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত বিদ্যমান চুক্তি গ্রহণ বা অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তবে এই ধরনের সমস্ত চুক্তি যা গৃহীত বা অব্যাহত না থাকে, সেগুলি তফসিল-I-এর কয়লা খনি সম্পর্কিত সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য হবে না এবং এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ দলগুলির প্রতিকার পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের বিরুদ্ধে হবে। এইভাবে দেখা যায় যে, উক্ত আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (১) এবং (২)-এর সরল পাঠে এটা স্পষ্ট যে, সফল বরাদ্দকারী বা দরদাতার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে যে, তিনি কয়লা খনির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও বিদ্যমান চুক্তি চালিয়ে যেতে বা গ্রহণ করতে চান কিনা। শুধুমাত্র যদি তিনি বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ বা অব্যাহত রাখতে চান, তবে এটি এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট সম্পাদনের জন্য নবায়ন গঠন করবে। যদি সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ বা অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তবে এই ধরনের সমস্ত চুক্তি তফসিল-I কয়লা খনি সম্পর্কিত সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য হবে না। এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির একমাত্র প্রতিকার হবে পূর্ববর্তী বরাদ্দের বিরুদ্ধে। [অনুচ্ছেদ ২০,২১] |৭৮৪-ঙ-জ; ৭৮৫-ক-ঙ]

মনোহর লাল শর্মা বনাম প্রধান সচিব এবং অন্যান্য (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ৫১৬: [২০১৪] ৮ এস. সি. আর ৪৪৬; মনোহর লাল শর্মা বনাম প্রধান সচিব এবং অন্যান্য (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ৬১৪: [২০১৪] ১২ এস. সি. আর ১১০ - উল্লিখিত।

১.২ যদি উক্ত আইনের ১১ ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সরল ও আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে সেগুলি অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে না এবং এইভাবে সরল ও আক্ষরিক ব্যাখ্যার নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যদি এটি ধরে নেওয়া হয় যে উক্ত আইনের ১১ ধারার অধীনে কোনও পূর্ববর্তী ঠিকাদারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অধিকার রয়েছে যদি তার কার্যকারিতা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় এবং যদি তার বিরুদ্ধে কিছু না থাকে, তবে এটি উক্ত আইনের ১১ ধারায় এমন কিছু বিধান করবে যা সংবিধিতে সরবরাহ করা হয়নি। এটি শব্দগুলি "অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক" করার দিকেও পরিচালিত করবে

শব্দগুলি নির্বাচন করতে, গ্রহণ করতে এবং চালিয়ে যেতে পারে। যখন কোনও সংবিধানে ব্যবহৃত শব্দের সরল ও আক্ষরিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় সংগ্রহ করা যায়, তখন সংবিধানে শব্দ যুক্ত করা জায়েয নয়। একইভাবে, এমন একটি ব্যাখ্যা যা সংবিধানে ব্যবহৃত কিছু শব্দকে অযৌক্তিক বা অর্থহীন করে তোলে, তা এড়াতে হবে। [অনুচ্ছেদ ২২] |৭৮৫-ছ-জ;, ৭৮৬-ক, খ-গ]

জুগলকিশোর সরাফ বনাম র কটন কোম্পানি লিমিটেড [১৯৫৫] ১ এস. সি. আর ১৩৬৯; অজিত মোহন এবং অন্যান্য বনাম বিধানসভা জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি এবং অন্যান্য ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৪৫৬-এর উপর নির্ভর করেছিল।

১,৩, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ৬২ ধারা এবং উক্ত আইনের ১১ ধারা বিবেচনা করার সময়, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে কোনও চুক্তির পক্ষগুলি স্বেচ্ছায় একটি নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন করতে বা এটি বাতিল করতে বা এটি পরিবর্তন করতে সম্মত হতে পারে। এটি পর্যবেক্ষণ করার পরে, হাইকোর্ট অবশ্য এই পর্যবেক্ষণে ভুল করেছে যে ই. এম. টি. এ-র একটি বৈধ প্রত্যাশা ছিল। হাইকোর্টের গৃহীত যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কেবলমাত্র পি. এস. পি. সি. এল-কে কয়লা খনি ব্লক বরাদ্দ করা হয়েছিল বলে, এটি ই. এম. টি. এ-র পক্ষে কোনও ন্যস্ত অধিকার দিতে পারে না, বিশেষত উল্লিখিত আইনের ১১ ধারায় ব্যবহৃত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ৬২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১১ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, চুক্তির পক্ষগুলি স্বেচ্ছায় একটি নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন করতে বা এটি বাতিল করতে বা এটি পরিবর্তন করতে সম্মত হতে পারে, হাইকোর্ট পিএসপিসিএলকে ই. এম. টি. এ-র সঙ্গে চুক্তি চালিয়ে যেতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, যদিও তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল না।

> কেরালা স্টেট বেভারেজ (এম অ্যান্ড এম) কর্পোরেশন লিমিটেড। বিপি। সুরেশ অ্যান্ড আদারস (২০১৯) ৯ এসসিসি ৭১০: [২০১৯] ১৭ এসসিআর ১৬৪-এর উপর নির্ভরশীল।

১.৪ এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, উক্ত আইনের ১১ ধারা এবং বরাদ্দ চুক্তির ১২.৪.১ ধারার মধ্যে উক্ত আইনের ১১ ধারা প্রাধান্য পাবে। প্রশ্নটি হল, উক্ত আইনের ১১ ধারা সফল বরাদ্দকারীকে বিদ্যমান চুক্তি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কিনা। উত্তরটি হল না। যাই হোক না কেন, পি. এস. পি. সি. এল শুধুমাত্র বরাদ্দ চুক্তির ১২.৪.১ ধারার ভিত্তিতে ই. এম. টি. এ-র দাবি প্রত্যাখ্যান করে না। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৭৮৮-বি. সি]

১,৫. ২০১৮ সালের ৬ই এপ্রিল পি. এস. পি. সি. এল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি রাষ্ট্রের একটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার কার্যনির্বাহী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য জারি করা একটি আদেশ। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, আদালত চূড়ান্ত ডিঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা অতিক্রম করেছে, আইনের ত্রুটি করেছে বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙঘন করেছে কিনা তা নিয়ে সীমিত ক্ষেত্রগুলি তদন্ত করতে পারে। এটি পরীক্ষা করতে পারে যে কোনও কর্তৃপক্ষ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কিনা যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ট্রাইবুনেল পৌঁছাতে পারত না বা তার ক্ষমতার অপব্যবহার করত না। কোনও নির্দিষ্ট নীতি বা সেই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নেওয়া কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ন্যায্য কিনা তা নির্ধারণ করা আদালতের দায়িত্ব নয়। কোনও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অবৈধতা, অযৌক্তিকতা বা পদ্ধতিগত অনিয়মের দ্বারা কলুষিত হয়েছে কিনা তা আদালত পরীক্ষা করবে। অযৌক্তিকতার প্রশ্নটি পরীক্ষা করার সময়, আদালত ওয়েডনেসবারির মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হবে। ওয়েডনেসবারির নীতি প্রয়োগ করার সময়, আদালত পরীক্ষা করবে যে কোনও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এমন কিনা যে কোনও কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক আইনের উপর পরিচালিত হতে পারে না এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ৩০,৩১] |৭৮৮-ঘ-ঙ; ৭৯৫-চ-জ; ৭৯৬-ক-খ]

টাটা সেলুলার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি ৬৫১: [১৯৯৪] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২২ রশ্মি মেটালিক্স লিমিটেড এবং আরেকটি বনাম কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং অন্যান্য (২০১৩) ১০ এস. সি. সি ৯৫: [২০১৩] ১৭ এস. সি. আর ৩৪৫- নির্ভরশীল।

১.৬ উপরোক্ত নীতি প্রয়োগ করে, এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে ২০১৮ সালের ৬ই এপ্রিল পি. এস. পি. সি. এল-এর সিদ্ধান্তকে অবৈধতা বা পদ্ধতিগত অনিয়মের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা যায় না। সিদ্ধান্তটি উক্ত আইনের ১১ ধারা অনুসারে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করে নেওয়া হয়। আক্রমণের জন্য যে সীমিত ক্ষেত্র উপলব্ধ থাকবে তা হল সিদ্ধান্তটি ওয়েডনেসবারি নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা। এটি কি বলা যেতে পারে যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নেওয়া সিদ্ধান্তটি এমন যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এটি গ্রহণ করেনি? নিঃসন্দেহে যে, কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ চুক্তির ১২.৪.১ ধারার উপরও নির্ভর করেছে, তবে, এটিই একমাত্র ভিত্তি নয় যার ভিত্তিতে ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার সময়, পি. এস. পি. সি. এল

বরাদ্দ চুক্তির প্রকরণ ১২.৪.১ উল্লেখ করেছে যার জন্য প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে কয়লা খনিগুলি গড়ে তোলা প্রয়োজন, তবে, এটিই একমাত্র ভিত্তি নয় যার ভিত্তিতে ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়। পি. এস. পি. সি. এল সেরা অপারেটরকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি আরও লক্ষ্য করেছে যে মূলধন/রাজস্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব, দরপত্রের পরামিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বোত্তম দামে সেরা অপারেটর পাওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তকে এমন একটি সিদ্ধান্ত বলা যায় না যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তার কাজে নেবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৮ সালের ৬ই এপ্রিলের আদেশ/চিঠির উপর আক্রমণের কোনও ভিত্তি নেই। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩২,৩৩ এবং ৩৫] ১৭৯৬-বি-ডি, এফ-এইচ; ৭৯৭-বি]

কে. পি. সি. এল বনাম ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড এবং অন্যান্য আই এল. আর ২০১৬ কার ৪৩০১; ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড এবং আরেকটি বনাম পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (২০১৬) ২ ক্যাল এলজে ৪২৪ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

২০১৪ ৮ এসসিআর ৪৪৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
২০১৪ ১২ এসসিআর ১১০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
২০১৯ ১৭ এসসিআর ১৬৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
১৯৫৫ ১ এসসিআর ১৩৬৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
১৯৯৪ ২ সম্পূরক এসসিআর ১২২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০
২০১৩ ১৭ এসসিআর ৩৪৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং, ৫৮২৩-৫৮২৪।

২০১৮ সালের সি ডব্লিউ পি নং, ১০০৫৫ এবং ২০১৮ সালের সি ডব্লিউ পি নং, ১৬২৪৫ (ওঅ্যান্ডএম)-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২৫.০১.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সঞ্জয় জৈন, মিসেস ঐশ্বর্য ভাটি, এএসজি, সলমন খুরশিদ, কে. ভি. বিশ্বনাথন, অভিষেক মনু সিংভি, ধ্রুব মেহতা, মুকুল রোহতগি, সিনিয়র অ্যাডভাস, অতুল নন্দা, করণ ভারিহোক, ভেঙ্কটরমন আর, সিদ্ধান্ত

'শর্মা, মিসেস সাক্ষী কোটিয়াল, জাফর খুরশিদ, আসিফ রাশিদা, মিসেস বংশজা শুক্লা, মিসেস গুঞ্জন চৌকসি, শান্তনু শ্রীবাস্তব, অভিষেক সিং, অভিমন্যু ভান্ডারি, সংগ্রাম এস সারন, মিসেস রুহে হিনা দুয়া, এজাজ ম্যাগবুল, মিসেস আকৃতি চৌবে, মিসেস নেহা সহায় ভারিহোকে, গুরমিত সিং মক্কর, মিসেস রুচি কোহলি, মিসেস অর্চনা পাঠক দাভে, মহম্মদ. অখিল,' আইনজীবীগণ, উপস্থিত পার্টির জন্য।

আদালতের রায়টি **বি. আর. গাভাল, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১, অনুমতি মঞ্জুর।

২, কয়লা খনি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৫-এর ১১ ধারার ব্যাখ্যা সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (এরপরে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যা মনোহর লাল শর্মা বনাম প্রধান সচিব এবং অন্যান্যদের (এরপরে "মনোহর লাল শর্মা-১" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মামলায় এই আদালতের রায়ের ফলাফল এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সম্পর্কিত একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন এই আপিলগুলিতে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়

৩, এই আপিলগুলি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ২৫ শতাংশ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশকে বিরোধ করে, যার ফলে এখানে-ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড (এরপরে "ই. এম. টি. এ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা দায়ের করা ২০১৮ সালের সি. ডব্লিউ. পি নম্বর ১০০৫৫ এবং ১৬২৪৫ দেওয়ানি রিট পিটিশনগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এই রায় দেওয়া হয়েছে যে মাইনিং লিজের অবসানের বিষয়ে উত্তরদাতার প্রত্যাখ্যানের প্রথম অধিকার থাকবে।

৪. বর্তমান মামলার তথ্যগুলি বিতর্কিত নয়, যা ২০১৯ সালের এসএলপি (সি) নম্বর ৯৯২৪-২৫ থেকে উদ্ভূত আপিল থেকে নেওয়া হয়েছে।

৫, পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (এরপরে "পি. এস. ই. বি" নামে পরিচিত), যা এখন পঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (এরপরে "পি. এস. পি. সি. এল" নামে পরিচিত) নামে পরিচিত, ভারত সরকার কর্তৃক ক্যাপটিভ কয়লা খনি বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি পি. এস. ই. বি একটি দরপত্র জারি করে, যার মাধ্যমে ক্যাপটিভ কয়লা খনি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২০০০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি খোলা উক্ত দরপত্রে, উত্তরদাতা-ই. এম. টি. এ সফল হয়। তদনুসারে, ২০০০ সালের ৫ই মে পি. এস. ই. বি এবং ই. এম. টি. এ-র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে প্যানেম কয়লা খনি লিমিটেড (এরপরে "প্যানেম" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) নামে একটি যৌথ উদ্যোগ সংস্থা তৈরি হয়। উক্ত চুক্তিটি

কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়াভাবে পি. এস. ই. বি-কে কয়লা পরিবহণ ও সরবরাহের অধিকার প্রদান করে। যেহেতু ই. এম. টি. এ একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা যৌথ উদ্যোগ সংস্থার শেয়ারহোল্ডার হতে পারে না, তাই ২০০১ সালের ২১ মার্চ পি. এস. ই. বি, ই. এম. টি. এ এবং ই. এম. টি. এ-র তিন অংশীদারের মধ্যে একটি ফলো-আপ যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে ৫ মে ২০০০ তারিখের আগের চুক্তিতে পাওয়া একই শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পি. এস. ই. বি দ্বারা ভারত ইউনিয়নকে এটি অবহিত করা হয়েছিল। এরপরে ২০০১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, ভারত সরকার ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পছওয়ারা (কেন্দ্রীয় ব্লক) কয়লা খনি (এরপরে "পাচওয়ারা কয়লা ব্লক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) হিসাবে একটি বন্দী কয়লা ব্লক পি. এস. ই. বি-কে বরাদ্দ করে। ২০০২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি, ভারত সরকার সরকারি গেজেটে কয়লা খনি (জাতীয়করণ) আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ৩ (৩) (এ) (২)-এর অধীনে একচেটিয়া ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগ সংস্থা (পানেম) দ্বারা পাচওয়ারা কয়লা ব্লক থেকে পি. এস. ই. বি-র বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা সরবরাহের বিষয়ে অবহিত করে। ২০০৪ সালের ২৫শে নভেম্বর, ঝাড়খণ্ড সরকার এবং পানেমের মধ্যে পাচওয়ারা কয়লা ব্লকের অ-বন অঞ্চল থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য একটি মাইনিং লিজ কার্যকর করা হয়। পরবর্তীকালে ২০০৬ সালের ৩০শে আগস্ট, পাচওয়ারা কয়লা ব্লক থেকে পি. এস. ই. বি-র বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা সরবরাহ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে পনেম এবং পি. এস. ই. বি-এর মধ্যে একটি কয়লা ক্রয় চুক্তি কার্যকর করা হয়। ২০০৭ সালের ৬ই জানুয়ারি, ঝাড়খণ্ড সরকার পনেমের পক্ষে মাইনিং লিজ জারি করে, এমনকি কয়লা ব্লকের বন অঞ্চল থেকেও কয়লা উত্তোলনের জন্য।

৬. ২০১৪ সাল পর্যন্ত কোনও সমস্যা ছিল না। যাইহোক, ২০১৪ সালের ২৫৪ আগস্ট মনোহর লাল শর্মার মামলায় এই আদালত রায় দেয় যে, ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে যে কয়লা ব্লক বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা ব্যতীত সমস্ত কয়লা ব্লকের বরাদ্দ অবৈধ, অন্যায্য, স্বেচ্ছাচারী এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনকারী। ২০১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মনোহর লাল শর্মা বনাম প্রধান সচিব এবং অন্যান্যদের মামলায় আরও আদেশ জারি করে এই আদালত ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কয়লা ব্লক বরাদ্দ বাতিল করে দেয়। এই আদালত অ্যাটর্নি জেনারেলের এই বক্তব্যও মেনে নিয়েছে যে, রায়ের আওতাধীন কয়লা ব্লক এবং পরবর্তী আদেশের আওতাধীন চারটি কয়লা ব্লক ব্যতীত অন্যান্য কয়লা ব্লকের বরাদ্দকারীদের অবশ্যই অতিরিক্ত শুল্ক হিসাবে উত্তোলিত প্রতি মেট্রিক টন কয়লার জন্য ২৯৫ টাকা প্রদান করতে হবে। এর রায় অনুসরণ করে, মনোহর লাল শর্মা-১, কয়লা খনি (বিশেষ বিধানাবলী) অধ্যাদেশ, ২০১৪ ("প্রথম অধ্যাদেশ")-এর ক্ষেত্রে আদালত এই রায় দিয়েছে

২০১৪ সালের ২১শে অক্টোবর জারি করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যাদেশটি ২০১৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর জারি করা হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মনোহর লাল 'শর্মা-১-এর ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার কার্যধারায় এই আদালত কর্তৃক আরও আদেশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের দ্বারা প্রতি মেট্রিক টনে ২৯৫ টাকা হারে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালের ৩০শে মার্চ দ্বিতীয় অধ্যাদেশ বাতিল করে উক্ত আইনটি অবহিত করা হয়।

৭, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালের ৩১শে মার্চের বরাদ্দ আদেশের মাধ্যমে পি. এস. পি. সি. এল-এর পক্ষে আবার পাচওয়ারা ক্যাপটিভ কয়লা ব্লক বরাদ্দ করে। 'যেহেতু পি. এস. পি. সি. এল ধান মরশুমের জন্য কয়লার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং কয়লা ব্লক বন্ধ হওয়ার ফলে হঠাৎ কর্মসংস্থানের ক্ষতি হয়েছিল, তাই এটি ২০১৫ সালের ৩০শে জুন ই. এম. টি. এ-র সাথে একটি ক্ষণস্থায়ী চুক্তি করে। ক্ষণস্থায়ী চুক্তির প্রকরণ, ১.১.২০ অনুসারে, উক্ত চুক্তিটি নয় মাসের জন্য বা প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে পি. এস. পি. সি. এল দ্বারা মাইন ডেভেলপার-কাম-অপারেটর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ছিল। ২০১৫ সালের ২৩শে জুলাই পি. এস. পি. সি. এল ভারত সরকারকে ক্ষণস্থায়ী চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করে। ২০১৫ সালের ৩১শে আগস্ট পি. এস. পি. সি. এল কয়লা সরবরাহের জন্য মাইন ডেভেলপার-কাম-অপারেটর নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বান করে গ্লোবাল টেন্ডার (এরপরে "এন. আই. টি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

৮. ই. এম. টি. এ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে ২০১৫ সালের সি. ডব্লিউ. পি নং ২৬১৮০ নামে একটি দেওয়ানি রিট পিটিশন দায়ের করে, যার ফলে উক্ত এন. আই. টি-কে বিরোধ জানানো হয়। ২০১৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট পি. এস. পি. সি. এল-কে ২৯ শতাংশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আর্থিক দরপত্র খোলা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়। ২০১৮ সালের ১ * ফেব্রুয়ারি, পি. এস. পি. সি. এল-এর দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতে ২০১৫ সালের সি. ডব্লিউ. পি নং ২৬১৮০-কে হাইকোর্ট প্রত্যাহার করে বলে খারিজ করে দেয় যে এটি ই. এম. টি. এ-র দ্বারা করা প্রতিনিধিত্ব-সহ-দাবিগুলি বিবেচনা করবে এবং এটি পাচওয়ারায় কয়লা খনি বরাদ্দের জন্য নতুন দরপত্র প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার আগে একটি সিদ্ধান্ত নেবে। তদনুসারে, ২০১৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ই. এম. টি. এ দ্বারা একটি উপস্থাপনা করা হয়েছিল, যা ২০১৮ সালের ৬ই এপ্রিল পি. এস. পি. সি. এল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ই. এম. টি. এ দ্বারা পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের সামনে ২০১৮ সালের সি. ডব্লিউ. পি নং ১০০৫৫ হিসাবে একটি দেওয়ানি রিট পিটিশন দায়ের করে এটিকে বিরোধ করা হয়েছিল।

৯, উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন রিট আবেদনের কারণে দরপত্র প্রক্রিয়া স্থগিত থাকায় পি. এস. পি. সি. এল ২০১৭ সালের ৩০শে জুন ৩১শে আগস্ট ২০১৫ তারিখে গ্লোবাল দরপত্র প্রত্যাহারের জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে। ২০১৮ সালের সি. ডব্লিউ. পি নং ১০০৫৫-এর বিচারাধীন থাকার সময়, ৩০শে এপ্রিল ২০১৮ তারিখে, পি. এস. পি. সি. এল একটি নতুন অনুরোধ প্রস্তাব (আর. এফ. পি) জারি করে, যাতে পাচওয়ারা কয়লা ব্লকের জন্য মাইন ডেভেলপার-কাম-অপারেটর নির্বাচনের জন্য গ্লোবাল দরপত্র আহ্বান করা যায়

প্রতিযোগিতামূলক বিপরীত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ই. এম. টি. এ দ্বারা পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে ২০১৮ সালের সি. ডব্লিউ. পি নং ১৬২৪৫ নামে আরেকটি দেওয়ানি রিট পিটিশন দাখিল করে একে বিরোধ করা হয়েছিল। পি. এস. পি. সি. এল একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এর বিরোধিতা করেছিল। ২০১৮ সালের ৩০শে এপ্রিলের আর. এফ. পি অনুসারে, দরপত্রগুলি ২০১৮ সালের ১০ই আগস্ট খোলা হয়েছিল। সবচেয়ে কম দরপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল ডি. বি. এল-ভি. পি. আর কনসোর্টিয়াম দ্বারা, যা ২০২১ সালের এস. এল. পি (সি) নম্বর থেকে উদ্ভূত আপিলে আবেদনকারী। উক্ত ডি. বি. এল-ভি. পি. আর কনসোর্টিয়ামের পক্ষে পুরস্কারপত্র জারি করা হয়েছিল এবং ২০১৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর একটি কয়লা খনির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২৫ * জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট পূর্বোক্ত হিসাবে দেওয়ানি রিট পিটিশনগুলিকে অনুমতি দিয়েছে।

১০. আবেদনকারী-পি. এস. পি. সি. এল-এর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কে. ভি বিশ্বনাথন বলেন যে, ই. এম. টি. এ-র প্রত্যাখ্যানের প্রথম অধিকার রয়েছে বলে হাইকোর্ট মনে করে মারাত্মক ভুল করেছে। প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কয়লা ব্লকগুলির পূর্ববর্তী বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছিল, যেহেতু এই আদালত মনোহর লাল শর্মা-১-এ রায় দিয়েছিল যে, এই বরাদ্দগুলি নির্বিচারে, অবৈধ এবং সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনকারী। তিনি বলেন, এই আইনের ১১ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কয়লা খনির ক্ষেত্রে নতুন বরাদ্দের আগে বিদ্যমান চুক্তিগুলি সফলভাবে বরাদ্দের জন্য চালু রাখা বা না রাখার অনুমতি দেওয়া পি. এস. পি. সি. এল-এর বিবেচনার বিষয়। শ্রী বিশ্বনাথন বলেন, বরাদ্দের ক্ষেত্রে পুরোনো চুক্তিগুলি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নবায়ন গঠনের প্রশ্ন উঠবে। যোগ্য জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বলেন যে, উক্ত আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যখন কোনও বরাদ্দকারী তৃতীয় পক্ষের সাথে পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের দ্বারা করা বিদ্যমান চুক্তিগুলি অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই ধরনের সমস্ত চুক্তি সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীর বিরুদ্ধে তফসিল-। কয়লা খনি সম্পর্কিত কার্যকর করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই ধরনের চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলির প্রতিকার পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের বিরুদ্ধে হবে। বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, উক্ত আইনের ১৬ ধারায় 'জমির পাশাপাশি খনির পরিকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণের' বিধান রয়েছে

১১, বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী আরও বলেন যে, মেট্রিক টন প্রতি Rs.২৯৫ প্রদানের জন্য এই আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশ অনুসরণ করে, এই পরিমাণ Rs.১৪০০ কোটি টাকা প্রদান করা ই. এম. টি. এ-র দায়। তিনি বলেন যে, তবে, ই. এম. টি. এ উক্ত অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে সরকারি কোষাগারে বিশাল ক্ষতি হয়েছে। বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্টের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে

ই. এম. টি. এ-র বৈধ প্রত্যাশা সম্পর্কে আদালত সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল। বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে বৈধ প্রত্যাশা সংবিধির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে না। তিনি আরও বলেন যে পি. এস. পি. সি. এল প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাইন ডেভেলপার-কাম-অপারেটর নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন যে নীতিটি যুক্তিসঙ্গত এবং এই ধরনের যুক্তিসঙ্গত নীতির বিরুদ্ধে বৈধ প্রত্যাশা প্রযোজ্য হবে না। কেরালা স্টেট বেভারেজ (এম অ্যান্ড এম) কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম পি. পি. সুরেশ এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১২, শ্রী বিশ্বনাথন আরও বলেন, বরাদ্দ চুক্তির ১২.৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পি. এস. পি. সি. এল শুধুমাত্র প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খনি বিকাশকারী-কাম-অপারেটর নিয়োগ করতে বাধ্য। তিনি বলেন যে, কিছু প্রয়োজনীয়তার কারণে পি. এস. পি. সি. এল নয় মাসের সীমিত সময়ের জন্য ই. এম. টি. এ-র সঙ্গে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে, ভারত সরকার তা অনুমোদন করেনি এবং পি. এস. পি. সি. এল-কে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। তাই তিনি জমা চুক্তির ১২.৪ ধারাকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে পেরে, পি. এস. পি. সি. এল খনি বিকাশকারী-কাম-অপারেটর নিয়োগের জন্য বৈশ্বিক দরপত্র আহ্বান করে আর. এফ. পি জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৩, আবেদনকারী-ডিবিএল-ভিপিআর কনসোর্টিয়ামের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী ডঃ এ. এম. সিংভিও শ্রী বিশ্বনাথনের জমা দেওয়া বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে ডিবিএল-ভিপিআর কনসোর্টিয়াম গ্লোবাল টেন্ডারে অংশ নিয়েছিল এবং এটি সর্বনিম্ন দরদাতা। তিনি বলেন যে, উচ্চ আদালত এই ধারণার ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করেছে যে, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে ই. এম. টি. এ-র প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার ছিল এবং ডিবিএল-ভিপিআর-এর প্রস্তাবটি সকলের জানা ছিল। তাই তিনি বলেন যে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি বাতিল করা দরকার।

১৪. ই. এম. টি. এ-র পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি পি. এস. পি. সি. এল-এর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, ই. এম. টি. এ খনির কাজ, খনির ব্লকগুলিতে রাস্তা নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি মোতায়েন করে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। তিনি বলেন, যেহেতু চুক্তিটি ৩০ বছরের জন্য করা হয়েছিল, তাই ই. এম. টি. এ-র ৩০ বছরের উক্ত সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার বৈধ প্রত্যাশা রয়েছে। তাই তিনি বলেন যে, হাইকোর্ট সঠিকভাবেই বলেছে যে ই. এম. টি. এ-র প্রথম প্রত্যাখ্যানের বৈধ অধিকার রয়েছে।

১৫, শ্রী রোহতগি বলেন, এই আইনের ১১ (জে) ধারার পিছনে আইনি উদ্দেশ্য হল একজন বিদ্যমান ঠিকাদারকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া, যদি তার কর্মক্ষমতা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় এবং ই. এম. টি. এ-র বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ কিছু পাওয়া যায় না। তবে, পি. এস. পি. সি. এল নির্বিচারে এবং অযৌক্তিকভাবে ই. এম. টি. এ-র দাবি অস্বীকার করেছে। তিনি বলেন যে, শুধুমাত্র যখন বিদ্যমান ঠিকাদারের কর্মক্ষমতা অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় বা তার বিরুদ্ধে কিছু থাকে, তখনই বরাদ্দকারী প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের আশ্রয় নেওয়ার অধিকারী হবেন।

১৬. শ্রী রোহতগি আরও বলেন যে, কে. পি. সি. এল বনাম ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড এবং অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্টও একই মত পোষণ করেছে। তিনি বলেন যে, কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে কে. পি. সি. এল এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। এই আদালত মূল্য নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি নিয়োগ করেছিল এবং ই. এম. টি. এ, যিনি উক্ত বিষয়ে খনি বিকাশকারীও ছিলেন, তাঁকে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের ৯ জুন ২০২০ তারিখের চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, এই আইনের ১১ নম্বর ধারাটি বরাদ্দ চুক্তির ১২ নম্বর ধারার উপর প্রাধান্য পায়। প্রবীণ আইনজীবী পি. এস. পি. সি. এল-এর পক্ষ থেকে যুক্তি দেন যে, 'বরাদ্দ চুক্তির ১২.৪ নম্বর ধারার কারণে পি. এস. পি. সি. এল প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে খনি বিকাশকারী-কাম-অপারেটর নিয়োগ করতে বাধ্য ছিল, যা টেকসই নয়।

১৭, তিনি আরও বলেন যে, বিতর্কিত রায় ও আদেশের কারণে পি. এস. পি. সি. এল-এর কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি হয়নি। তিনি বলেন যে, মূল্য এখন জানা গেছে এবং হাইকোর্ট যা করেছে তা কেবল প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার প্রদান করছে। যদি ই. এম. টি. এ অব্যাহত রাখতে চায়, তবে এটি একই হারে চালিয়ে যেতে হবে এবং তাই পি. এস. পি. সি. এল-এর কোনও আর্থিক ক্ষতি হবে না।

১৮. শ্রী রোহতগি আরও বলেন যে, আগের দফার মামলা মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পি. এস. পি. সি. এল-এর বিবৃতি নথিভুক্ত করেছে যে, যদি ই. এম. টি. এ-র পক্ষ থেকে কোনও আবেদন করা হয়, তা হলে তা পি. এস. পি. সি. এল-এর দ্বারা বিবেচনা করা হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে তিনি বলেন যে, পি. এস. পি. সি. এল-এর ৬ * এপ্রিল ২০১৮ তারিখের আদেশের পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে, ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই নিখুঁতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৯. প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়ার প্রশংসা করার জন্য, উক্ত আইনের ধারা ১] উল্লেখ করা প্রয়োজন হবেঃ-

"১১. পূর্ববর্তী বরাদ্দের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের চুক্তি সম্পাদন বা গ্রহণ-(১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দার, হিসাবে, তফসিল-I-এর কয়লা খনিগুলির ক্ষেত্রে, কয়লা খনির কাজকর্মের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে কোনও বরাদ্দের সাথে বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ এবং অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন করতে পারে এবং এটি এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি নবায়ন গঠন করবেঃ

প্রকরণ থাকে যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে, সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী বা পূর্ববর্তী বরাদ্দকারী মনোনীত কর্তৃপক্ষকে সফল দরদাতাদের দ্বারা গৃহীত কোনও চুক্তির হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অবহিত করবেন।

(২) যদি কোনও সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী প্রবেশ করা বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ না করার বা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তৃতীয় পক্ষের সাথে পূর্ববর্তী বরাদ্দের ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে গৃহীত বা অব্যাহত না থাকা সমস্ত চুক্তি তফসিল-I কয়লা খনির ক্ষেত্রে সফল দরদাতা বা বরাদ্দের বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য হবে না এবং এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ দলগুলির প্রতিকার পূর্ববর্তী বরাদ্দের বিরুদ্ধে হবে।

২০. এটা উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে, এই আইনটি মনোহর লাল শর্মা – ১ এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের অনুসরণে প্রণীত হয়েছিল, যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছিল যে ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কয়লা ব্লক বরাদ্দ করা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের স্বেচ্ছাচারী, অবৈধ এবং লঙঘনকারী ছিল। উক্ত আইনের ১১ ধারার একটি সরল পাঠ প্রকাশ করবে যে এটি একটি অ-অবাস্তব ধারা দিয়ে শুরু হয়। এটি প্রদান করে যে, তফসিল-I-এর কয়লা খনিগুলির ক্ষেত্রে, একজন সফল দরদাতা বা আবণ্টনকারী, কয়লা খনির কাজকর্মের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আবণ্টনকারীদের মধ্যে যে কোনও একজনের সঙ্গে বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ এবং অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন করতে পারেন এবং এটি এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি নবায়ন গঠন করবে।

২১, "নির্বাচিত হতে পারে" শব্দগুলি স্পষ্টভাবে দেখাবে যে আইনসভা নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীকে সম্পূর্ণ বিচক্ষণতা দিয়েছে। "নির্বাচিত হতে পারে" শব্দের অর্থ নির্বাচন না করার বিচক্ষণতাও বোঝাবে। কেবলমাত্র যদি একজন সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী এমন চুক্তি গ্রহণ এবং চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা কয়লা খনির ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের মধ্যে যে কোনওটির সাথে বিদ্যমান থাকতে পারে, তবে এটি একটি নবায়ন গঠন করবে

এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অথবা অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য। যদি সফল বরাদ্দকারী এই ধরনের চুক্তি গ্রহণ বা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বা অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নবায়নের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। উক্ত আইনের ধারা ১-এর উপ-ধারা (২) পর্যালোচনার ফলে এটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যদি কোনও সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত বিদ্যমান চুক্তি গ্রহণ বা অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তা হলে যে সমস্ত চুক্তি গৃহীত বা অব্যাহত থাকে না, সেগুলি তফসিল-।-এর কয়লা খনিগুলির ক্ষেত্রে সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীর বিরুদ্ধে বলবৎযোগ্য হবে না এবং এই ধরনের চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলির প্রতিকার পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীদের বিরুদ্ধে হবে। এইভাবে দেখা যায় যে, উক্ত আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (১) এবং (২)-এর একটি সরল পাঠে, এটা স্পষ্ট যে সফল বরাদ্দকারী বা দরদাতার কয়লা খনির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও বিদ্যমান চুক্তি চালিয়ে যেতে বা গ্রহণ করতে চান কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। শুধুমাত্র যদি তিনি বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ বা অব্যাহত রাখতে চান, তবে এটি এই ধরনের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বা অবশিষ্ট সম্পাদনের জন্য নবায়ন গঠন করবে। যদি সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারী বিদ্যমান চুক্তিগুলি গ্রহণ বা অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তবে এই ধরনের সমস্ত চুক্তি তফসিল-। কয়লা খনি সম্পর্কিত সফল দরদাতা বা বরাদ্দকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য হবে না। এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির একমাত্র প্রতিকার হবে পূর্ববর্তী বরাদ্দের বিরুদ্ধে।

২২. একটি সংবিধিতে শব্দের একটি সরল ও আক্ষরিক অর্থ দেওয়ার নীতি যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত। যদিও বেশ কয়েকটি রায় রয়েছে, আমরা ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে জুগলকিশোর সরাফ বনাম র কটন কোম্পানি লিমিটেডের ক্ষেত্রে বিচারপতি দাস, দ্বারা প্রদত্ত এই আদালতের রায়কে লাভজনকভাবে উল্লেখ করতে পারিঃ

"আইন নির্মাণের মূল নিয়ম হল আইনটিকে আক্ষরিকভাবে পড়া, অর্থাৎ আইনসভা দ্বারা ব্যবহৃত শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ, প্রাকৃতিক এবং ব্যাকরণগত অর্থ দেওয়া। তবে, যদি এই ধরনের পাঠ অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং শব্দগুলি অন্যটির প্রতি সংবেদনশীল হয় যার অর্থ আদালত একই গ্রহণ করতে পারে। তবে যদি এই ধরনের কোনও বিকল্প নির্মাণ সম্ভব না হয় তবে আদালতকে অবশ্যই আক্ষরিক ব্যাখ্যার সাধারণ নিয়ম গ্রহণ করতে হবে।" যদিও উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে, আমরা সেগুলি পুনরুৎপাদন করে বর্তমান রায়ের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। আমাদের পর্যালোচনায়, যদি উক্ত আইনের ১১ ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সরল ও আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়, তবে সেগুলি অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে না এবং

এইভাবে, সরল ও আক্ষরিক ব্যাখ্যার নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, শ্রী রোহতগির দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি যদি মেনে নেওয়া হয়, তা হলে তা উক্ত আইনের ধারা ১১-এর ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে আঘাত করবে। যদি এটি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্ত আইনের ধারা ১১-এর অধীনে, কোনও পূর্ববর্তী ঠিকাদার যদি তার কার্যকারিতা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় এবং যদি তার বিরুদ্ধে কিছু না থাকে, তবে এটি উক্ত আইনের ধারা ১১-এ এমন কিছু প্রদান করবে যার জন্য সংবিধি ব্যবস্থা করেনি। এটি "নির্বাচন করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে এবং চালিয়ে যেতে পারে" শব্দগুলিকে অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক করে তুলবে। এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত নীতি যে, যখন কোনও সংবিধানে ব্যবহৃত শব্দের সরল ও আক্ষরিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় সংগ্রহ করা যেতে পারে, তখন সংবিধানে শব্দ যুক্ত করা জায়েয নয়। একইভাবে, এমন একটি ব্যাখ্যা যা কোনও সংবিধানে ব্যবহৃত কিছু শব্দকে অযৌক্তিক বা অর্থহীন করে তুলবে, তা এড়াতে হবে। তাই আমরা দেখতে পাই যে যদি ই. এম. টি. এ দ্বারা রাখা কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তবে তা আক্ষরিক ব্যাখ্যার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, তবে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে। যাইহোক, অজিত মোহন এবং অন্যান্য বনাম বিধানসভা জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দেথি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকি:-

"২৩৯..... আমাদের দৃষ্টিতে, যদি আদালত আইনের প্রস্তাবনাকে সন্দেহ না করে, তবে এটি পূর্বতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, যদি না তা চাওয়া হয়। যদি কোনো আইনি প্রস্তাবনার বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, তবে রায়টি অবশ্যই সেই প্রস্তাবনার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে—এবং একাধিক রায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়...

অতএব, এই বিষয়ে উত্থাপিত যুক্তি অকাট্য বলে বিবেচিত হয় না।

২৩, আমরা দেখতে পাই যে উচ্চ আদালতও উক্ত আইনের ধারা ১১-এ ব্যবহৃত ভাষার আইনি অবস্থানকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছে। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ধারা ৬২ এবং উক্ত আইনের ধারা ১১ একত্রে বিবেচনা করে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে চুক্তির পক্ষগণ স্বেচ্ছায় নতুন কোনো চুক্তি প্রতিস্থাপন করতে, বাতিল করতে বা পরিবর্তন করতে সম্মত হতে পারে। তবে, এই পর্যবেক্ষণের পরেও, উচ্চ আদালত ইএমটিএ-এর বৈধ প্রত্যাশার বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উচ্চ আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে:

"অতএব, বিশেষত যখন একই খনিটি কর্পোরেশনের কাছে পুনর্বণ্টন করা হয়েছিল তখন ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতারা তাদের এর মধ্যে খুব ভাল ছিলেন

ধারা ১১-এর অধীনে বিবেচনা মঞ্জুর করার সময় ব্যবস্থাটি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার যদি আবেদনকারীর কার্যকারিতা সন্তোষজনক না হয় বা অন্য কোনও কারণ থাকে যা কর্পোরেশন ব্যবস্থাটি পুরোপুরি বাতিল করার জন্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে।

২৪, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট যে যুক্তি গ্রহণ করেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। শুধুমাত্র যেহেতু কয়লা খনি ব্লক পি. এস. পি. সি. এল-কে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তাই এটি ই. এম. টি. এ-র পক্ষে কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার দিতে পারেনি, বিশেষত উক্ত আইনের ধারা ১-এ ব্যবহৃত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে। হাইকোর্টের দেওয়া যুক্তি যে পি. এস. পি. সি. এল ব্যবস্থাটি প্রত্যাখ্যান করার অধিকারের মধ্যে ছিল যদি ই. এম. টি. এ-র কার্যকারিতা সন্তোষজনক না হয় বা অন্য কোনও কারণ থাকে যা কর্পোরেশন ব্যবস্থাটি পুরোপুরি বাতিল করার জন্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে, আমাদের দৃষ্টিতে, সম্পূর্ণ ভুল।

২৫, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করে যে, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ৬২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১১ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলি স্বেচ্ছায় একটি নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন করতে বা এটি বাতিল করতে বা এটি পরিবর্তন করতে সম্মত হতে পারে, হাইকোর্ট পি. এস. পি. সি. এল-কে ই. এম. টি. এ-র সঙ্গে চুক্তি চালিয়ে যেতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, যদিও তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল না।

২৬. বৈধ প্রত্যাশা সম্পর্কিত বিষয়টি সম্প্রতি এই আদালতের একটি বেঞ্চ বিবেচনা করেছে, যেখানে আমাদের মধ্যে একজন (এল নাগেশ্বর রাও, জে) সদস্য ছিলেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করার পরে, কেরালা রাজ্য পানীয় (এম এবং এম) কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, এটি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ –

২০. জনস্বার্থে নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বাধীনতাকে মূল বৈধ প্রত্যাশার নীতি প্রয়োগ করে বাধাগ্রস্ত করা যায় না। [ফাইন্ডলে, পুনরায়, ১৯৮৫ এ. সি. ৩১৮: (১৯৮৪) ৩ ডব্লিউ. এল. আর ১১৫৯: (১৯৮৪) ৩ এ. আই. এল. ই. আর ৮০১ (এইচ. এল)] যতক্ষণ না সরকার নির্বিচারে বা অযৌক্তিকভাবে কাজ করে না, ততক্ষণ নীতি পরিবর্তনের জন্য কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরাজিত হওয়ার বৈধ প্রত্যাশার ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

২৭. ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড এবং অন্য একটি বনাম পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর শ্রী বিশ্বনাথন নির্ভর করেছেন। এর বিপরীতে, শ্রী রোহতগি কে. পি. সি. এল বনাম ই. এম. টি. এ কোল লিমিটেড (উপরে) মামলায় কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। আমরা এই বিষয়ে যেতে চাই না

উভয় রায়ের সঠিকতা যেহেতু আমরা স্বাধীনভাবে বিষয়টি বিবেচনা করছি এবং আমাদের সামনে উত্থাপিত রায়ের সঠিকতা পরীক্ষা করছি।

২৮, ২০২০ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখের ভারত সরকারের চিঠির উপর শ্রী রোহতগি যে নির্ভরতা রেখেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই যে, উক্ত আইনের ১১ নম্বর ধারা এবং বরাদ্দ চুক্তির ১২.৪.১ নম্বর শর্তের মধ্যে উক্ত আইনের ১১ নম্বর ধারা প্রাধান্য পাবে। প্রশ্ন হল, উক্ত আইনের ১ নম্বর ধারা সফল বরাদ্দকারীকে বিদ্যমান চুক্তি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কি না। উত্তর, স্পষ্টতই, না, কোনও ক্ষেত্রেই, ই. এম. টি. এ-র দাবি শুধুমাত্র বরাদ্দ চুক্তির ১ নম্বর ধারার ভিত্তিতে পি. এস. পি. সি. এল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয় না।

২৯. এটি আমাদের শ্রী রোহতগির শেষ জমা দেওয়ার বিষয় রেখে যায়। তাঁর বক্তব্য হল, হাইকোর্টের সামনে পি. এস. পি. সি. এল-এর প্রথম দফা মামলা মোকদ্দমার বিবৃতি অনুসারে, ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচনা করা উচিত। তবে তিনি বলেন যে ২০১৮ সালের ৬ই এপ্রিলের আদেশটি পি. এস. পি. সি. এল দ্বারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক পদ্ধতিতে পাস করা হয়েছিল।

৩০, ২০১৮ সালের ৬ই এপ্রিল পি. এস. পি. সি. এল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি তার কার্যনির্বাহী কার্যাবলীর অনুশীলনে রাজ্যের একটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত একটি আদেশ। টাটা সেলুলার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 'র র রায়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ এই আদালত দ্বারা ভালভাবে স্ফটিকায়িত হয়েছে, টাটা সেলুলার (উপরে) মামলার রায়টি পরবর্তীকালে এই আদালতের বেশ কয়েকটি রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে। রশ্মি মেটালিক্স লিমিটেডের ক্ষেত্রে এই আদালত এবং অন্য একটি বনাম কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং অন্যান্যরা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা হল টাটা সেলুলার (উপরে)-এর ক্ষেত্রে তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়। আদালত বলেছে যে পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী আইনের এই ব্যাখ্যাটি সমন্বিত বা সহ-সমান বেঞ্চ এবং অবশ্যই সমস্ত ছোট বেঞ্চ এবং অধস্তন আদালত দ্বারা অনুসরণ করা এবং প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এই আদালত আইনের উক্ত ঘোষণার পরে রায়গুলির ক্যাটেনা উল্লেখ করার প্রথাকে আরও অবজ্ঞা করেছে। তাই আমরা পরবর্তী রায় উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকি এবং টাটা সেলুলার (উপরে) প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি পুনরুত্পাদন করি, যা এইভাবে পড়েঃ-

৭০. এটা অস্বীকার করা যায় না যে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার নীতিগুলি স্বেচ্ছাচারিতা বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য সরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা চুক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে, এটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকার রাজ্যের আর্থিক স্বার্থের অভিভাবক। এটি রাজ্যের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করবে বলে আশা করা হয়। সর্বনিম্ন বা অন্য কোনও দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সর্বদা সরকারের কাছে উপলব্ধ থাকে। তবে, সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিগুলি দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সময় মাথায় রাখতে হবে। সরকার যদি সেরা ব্যক্তি বা সর্বোত্তম উদ্‌ধৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে তবে অনুচ্ছেদ ১৪-এর লঙ্ঘনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। বেছে নেওয়ার অধিকারকে একটি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। অবশ্যই, যদি উক্ত ক্ষমতাটি কোনও জামানত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় তবে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ হ্রাস পাবে।

৭১, প্রশাসনিক বিষয়ে বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান হল 'চুক্তিগত বা রাজনৈতিক প্রকৃতির বিষয় বা সামাজিক নীতির বিষয়গুলি' সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক বিবেচনার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করা; এইভাবে সেগুলি মূলত ন্যায়সঙ্গত নয় এবং কোনও অন্যায়ের প্রতিকার করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অন্যায় বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়। নটিংহ্যামশায়ার কাউন্টি কাউন্সিল বনাম লর্ড স্কারম্যান-এ লর্ড স্কারম্যান।

৭২, পরিবেশ বিষয়ক রাজ্য সচিব [১৯৮৬ এসি ২৪০,২৫১ (১৯৮৬)। এ. আই. এল. ই. আর ১৯৯] ঘোষণা করেনঃ

"বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা" বিচারকদের হাতে একটি বড় অস্ত্র; তবে বিচারকদের অবশ্যই এই উপকারী ক্ষমতা প্রয়োগের উপর আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হবে।

"'মাইকেল সাপারস্টোন এবং জেমস গৌডি তাদের জুডিশিয়াল রিভিউ (১৯৯২ এডন)-এ ১৬ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেনঃ

""যদি কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তাকে কেবলমাত্র সাম্প্রতিক সময়ের উচ্চ বিচার বিভাগের সবচেয়ে প্রগতিশীল সদস্যের একটি মতামত হিসাবে খারিজ করতে চান এবং এটিকে একটি স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করেন, তবে এটি সাধারণভাবে আইনপ্রভূদেরঅনুমোদন পেয়েছে। লর্ড স্কারম্যানের বক্তব্যকে লর্ড ব্রিজ অফ হারউইচ প্রতিধ্বনিত করেছেন, যখন তিনি বুচার বনাম পেট্রোকর্প এক্সপ্লোরেশন লিমিটেড মামলায় ১৮-৩-১৯৯১ তারিখে নিউজিল্যান্ড আপিল আদালতের হস্তক্ষেপমূলক সিদ্ধান্ত বাতিলের পক্ষে বোর্ডের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন।"

৭৩. বর্তমানে ইংল্যান্ডে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মনোভাব রয়েছে। যে কোনও অনিয়ন্ত্রিত কার্যনির্বাহী কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যালোচনার বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। সংযমের দুটি সমসাময়িক প্রকাশ রয়েছে। একটি হল বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের পরিধি; অন্যটি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাতিল করার আদালতের ক্ষমতার সুযোগকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি প্রশাসনিক পদক্ষেপের উপর বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

৭৪, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সিদ্ধান্তের গুণাগুণ পর্যালোচনা করার সাথে সম্পর্কিত নয়, যার সমর্থনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য আবেদন করা হয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিজেই

৭৫, নর্থ ওয়েলস পুলিশের চিফ কনস্টেবল বনাম ইভান্স [(১৯৮২) ৩ অল ইআর ১৪১,১৫৪] লর্ড ব্রাইটম্যান বলেছেন

"বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, যেমন শব্দগুলি বোঝায়, কোনও সিদ্ধান্তের আপিল নয়, বরং সিদ্ধান্তটি যেভাবে নেওয়া হয়েছিল তার একটি পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সিদ্ধান্তের সঙ্গে নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। যতক্ষণ না আদালতের ক্ষমতার উপর সেই সীমাবদ্ধতা পালন করা হয়, আমার মতে, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার ছদ্মবেশে আদালত নিজেই ক্ষমতা দখলের জন্য দোষী হবে

একই ক্ষেত্রে লর্ড হেলশাম আর. এস. সি, অর্ড ৫৩-এর অধীনে বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত শর্তে মন্তব্য করেছেনঃ

"এই প্রতিকার, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি জং সময়কালে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, একটি ঘোষণার জন্য পুরানো বিশেষাধিকার রিট এবং পদক্ষেপের তুলনায় অসীমভাবে আরও সুবিধাজনক প্রবেশাধিকারের জন্য, ব্যক্তিকে বিচার বিভাগীয়, আধা-বিচার বিভাগীয় এবং বিস্তৃত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেমনটি আমি যখন প্রথম বারে অনুশীলন করতাম তখন প্রথমে মনে করা হত, প্রশাসনিক। আইন দ্বারা যথাযথভাবে তাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা এবং বিচ্যুতিগুলি সেই কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া এবং আদালতগুলিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংস্থা হিসাবে প্রতিস্থাপন করার উদ্দেশ্যে নয়। এটি দেখার উদ্দেশ্যে যে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদ্ধতিতে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে (পৃ. ১১৬০)।"

আর বনাম প্যানেল অন টেক-ওভারস অ্যান্ড মার্জারস-এ, এক্স পি ডেটাফিন প্লে ((১৯৮৭)। এ. আই. এল. ই. আর ৫৬৪], স্যার জন ডোনাল্ডসন, এম. আর. মন্তব্য করেছেনঃ

"বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আবেদন কোনও আপিল নয়।"

লোনরো প্লে বনাম বাণিজ্য ও শিল্প সচিব ((১৯৮৯) ২ অল ইআর ৬০৯]-এ লর্ড কিথ বলেছিলেনঃ

"বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা একটি সুরক্ষা এবং একটি অস্ত্র নয়।"

সুতরাং এটি একটি আপিলের থেকে আলাদা। একটি আপিলের শুনানি করার সময় আদালত আপিলের অধীনে সিদ্ধান্তের গুণাগুণ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমিনে, রে [আমিন বনাম এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স অফিসার, (১৯৮৩) ২ অল ইআর ৮৬৪], লর্ড ফ্রেজার পর্যবেক্ষণ করেছেন যেঃ

"বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কোনও সিদ্ধান্তের গুণাগুণ দিয়ে নয়, বরং যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার সাথে ধারণ করা হয়... বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা একটি সাধারণ আপিলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি আদালত তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রতিস্থাপন না করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাতিল করে কার্যকর করে এবং আপিলের সাথে বিপরীত হতে হবে যেখানে আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রশাসনিক অফিসারের যোগ্যতার ভিত্তিতে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রতিস্থাপন করে।"

৭৬. আর. বনাম প্যানেল অন টেক-ওভারস অ্যান্ড মার্জারস, এক্স পি ইন গিনেস প্ল [(১৯৯০) ১ কিউবি ১৪৬: (১৯৮৯) ১ অল ইআর ৫০৯], লর্ড ডোনাল্ডসন, এমএলআর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এখতিয়ারকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উল্লেখ করেছে অথবা 'লংস্টপ' এখতিয়ার। যদি আদালতের ক্ষমতার উপর এই সীমাবদ্ধতা বজায় রাখা না হয়, তবে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধের নামে আদালত নিজেই ক্ষমতা দখলের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৭৭, আদালতের কর্তব্য হল প্রশ্নের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। বৈধতা। এর উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিতঃ

১, কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা অতিক্রম করেছে কিনা? ২. আইনের একটি ত্রুটি করেছে,

৩. প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে,

৪. এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ট্রাইব্যুনাল পৌঁছাতে পারত না বা,

৫. ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

অতএব, একটি নির্দিষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করা আদালতের কাজ নয়। নীতি বা সেই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নেওয়া নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হল ন্যায্য। এটি কেবল সেই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। ন্যায্যভাবে কাজ করার দায়িত্বের পরিমাণ পরিবর্তিত হবে

মামলা থেকে মামলা পর্যন্ত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে কারণগুলির উপর ভিত্তি করে কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলিকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারেঃ

(i) বৈধতা-এর অর্থ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে অবশ্যই সেই আইনটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে যা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবশ্যই তা কার্যকর করতে হবে।

(Ii) অযৌক্তিকতা, অর্থাৎ, ওয়েডসবারি অযৌক্তিকতা।

(iii) পদ্ধতিগত অযোগ্যতা। উপরের বিষয়গুলি কেবল বিস্তৃত ভিত্তি, তবে এটি সময়ের সাথে আরও ভিত্তি যুক্ত করার সম্ভাবনাকে বাতিল করে না। প্রকৃতপক্ষে, আর. বনাম স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি অফ স্টেট, প্রাক্তন ব্রিন্ড (১৯৯১)। এসি ৬৯৬-এ, লর্ড ডিপ্লক বিশেষভাবে একটি উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা, আনুপাতিকতা নীতির সম্ভাব্য স্বীকৃতি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে পরীক্ষাটি গ্রহণ করতে হবে তা হল আদালতকে "বিবেচনা করতে হবে যে, এমন কিছু হয়েছে কি না যার জন্য তার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।"

৭৮. ওয়েডনেসবারির অযৌক্তিকতার এই আকর্ষণীয় নীতিটি কী? এটি কি একটি যাদুকরী সূত্র? আর বনাম আস্কুয [(১৭৬৮) ৪ বার ২১৮৬:৯৮ ইআর ১৩৯]-এ, লর্ড ম্যানসফিল্ড কলেজ অফ ফিজিশিয়ানদের বিরুদ্ধে ম্যান্ডামাস মঞ্জুর করা উচিত কিনা এই প্রশ্নটি বিবেচনা করেছিলেন, তিনি দুটি স্পষ্ট বাক্যে প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি প্রকাশ করেছিলেন। দুই শতাব্দী পরে তারা আরও বেশি মূল্য অর্জন করেঃ

"এটা সত্য যে, এই পেশা অনুশীলন ও অনুশীলনের জন্য এই দক্ষতা, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ততা নির্ধারণের রায় ও বিচক্ষণতা কলেজ অফ ফিজিশিয়ানদের উপর নির্ভরযোগ্য এবং এই আদালত তাদের কাছ থেকে এটি নেবে না, বা এর যথাযথ ও যথাযথ অনুশীলনে বাধা দেবে না। তবে এই বিশ্বাসের অনুশীলনে তাদের আচরণ ন্যায্য, অকপট এবং নিরপেক্ষ হওয়া উচিত; নির্বিচারে, কৌতুহলী বা পক্ষপাতদুষ্ট নয়; অনেক কম, বিরক্তি বা ব্যক্তিগত অপছন্দ দ্বারা বিকৃত।"

৭৯, আবার উদ্ধৃত করতে, মাইকেল সাপারস্টোন এবং জেমস গৌডি; তাদের কাজ জুডিশিয়াল রিভিউতে (১৯৯২ এডন) এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ১১৯ থেকে ১২১ পর্যন্ত নিম্নরূপঃ

"একটি সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌক্তিকতা পরীক্ষা করার দাবির দাবি অনিবার্যভাবে বিচার বিভাগীয় মতামতের পার্থক্যের দিকে পরিচালিত করে যে পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত। এই মতামতের পার্থক্য দুটি সমাধান করা হয়েছিল

পাঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ই. এম. টি. এ. এল. এল. টি.

ডি. ৭৯৩ [বি. আর. গাভাল বিচারপতি] ৭৯৩

ঐতিহাসিক মামলাগুলি যা একটি হস্তক্ষেপের জন্য পরিস্থিতিকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিল। ক্রুসে বনাম জনসন [(১৮৯৮) ২ কিউবি ৯১: (১৮৯৫-৯) সমস্ত ইআর প্রতিনিধি ১০৫] একটি বিশেষভাবে গঠিত বিভাগীয় আদালতকে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা তৈরি একটি উপ-আইনের বৈধতা বিবেচনা করতে হয়েছিল। লর্ড রাসেল অফ কিলোয়েন, সিজে-এর নেতৃস্থানীয় রায়ে, আদালত কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছিল। এই ধরনের উপ-আইনগুলি 'সদয়ভাবে' ব্যাখ্যা করা উচিত এবং যাদের পরিচালনা করতে হবে তাদের কৃতিত্ব দেওয়া উচিত যে সেগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচালিত হবে। অযৌক্তিক হলে তাদের অবৈধ বলে গণ্য করা যেতে পারেঃ যেখানে উদাহরণস্বরূপ উপ-আইনগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তাদের ক্রিয়াকলাপে আংশিক এবং অসম বলে প্রমাণিত হয়, যদি তারা স্পষ্টভাবে অন্যায় হয়, যদি তারা খারাপ বিশ্বাস প্রকাশ করে, বা তারা নাগরিকদের অধিকারের সাথে এমন নিপীড়নমূলক বা অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ জড়িত করে যা যুক্তিসঙ্গত পুরুষদের মনে কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না। লর্ড রাসেল জোর দিয়েছিলেন যে একটি উপ-আইন অযৌক্তিক নয় কারণ নির্দিষ্ট বিচারকরা মনে করতে পারেন যে এটি বিচক্ষণতার চেয়ে আরও এগিয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালে আপিল আদালত অ্যাসোসিয়েটেড প্রভিন্সিয়াল পিকচার হাউসস এলডি বনাম ওয়েডনেসবারি কর্পন [(১৯৪৮)। কেবি ২২৩ (১৯৪৭) ২ এআইএলইআর ৬৮০]-এ সাধারণত নির্বাহী বিবেচনার পর্যালোচনার জন্য অনুরূপ পদ্ধতির বিষয়টি নিশ্চিত করে। এই মামলাটি একটি অভিযোগের সাথে ধারণ করা হয়েছিল। ওয়েডনেসবারির একটি সিনেমার মালিকদের দ্বারা বলা হয়েছে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে রবিবার অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া অযৌক্তিক ছিল কেবল এই প্রকরণ সাপেক্ষে যে '১৫ বছরের কম বয়সী কোনও শিশুকে কোনও প্রাপ্তবয়স্কের সাথে থাকুক বা না থাকুক কোনও বিনোদনের জন্য ভর্তি করা হবে না'। একটি এক্সটেম্পোর রায়ে, লর্ড গ্রিন, এম. আর. এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে 'অযৌক্তিক' শব্দটি প্রায়শই এমন অর্থে ব্যবহার করা হত যা পর্যালোচনার বিভিন্ন ভিত্তি বোঝায়। (পৃ. ২২৯-এ, যেখানে বলা হয়েছিল যে লাল চুল থাকার জন্য একজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছিল (ওয়ারিংটন, এল. বিচারপতি দ্বারা উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত বনাম পুল কর্পনের মধ্যে। {(১৯২৬)। সি এইছ্ ৬৬,৯১:১৯২৫ এ আই এল ই আর রেপ ৭৪], একটি 'তুচ্ছ এবং নির্বোধ কারণের' উদাহরণ হিসাবে), অন্য অর্থে, বহিরাগত বিষয়গুলি বিবেচনা করা, এবং এতটাই অযৌক্তিক হতে পারে যে এটি প্রায় খারাপ বিশ্বাসে করা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে; আরও দেখুন আর. বনাম টাওয়ার হ্যামলেটস লন্ডন বরো কাউন্সিল, এক্স পি চেতনিক ডেভেলপমেন্টস লিড। [১৯৮৮ এ সি ৮৫৮,৮৭৩: (১৯৮৮) ২ ডাবলু এল আর ৬৫৪: (অধ্যায় ৪, পৃ. ৭৩, উপরে) । সমস্ত ই আর ৯৬১। তিনি নীতির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ করেছেনঃ

"আদালত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপের তদন্ত করার অধিকার রাখে এই দৃষ্টিতে যে তারা এমন বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়েছে কি না যা তাদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল না, বা বিপরীতভাবে, বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছে বা বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে অবহেলা করেছে যা তাদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল। একবার সেই প্রশ্নের উত্তর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেওয়া হলে, এটি এখনও বলা সম্ভব যে, যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলির চার কোণের মধ্যে রেখেছিল, যা তাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল, তবুও তারা এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত কর্তৃপক্ষ কখনও এতে আসতে পারত না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আমি আবার মনে করি আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি মামলায় হস্তক্ষেপ করার আদালতের ক্ষমতা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নয়, বরং একটি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংসদ তাদের উপর যে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তার অতিরিক্ত কাজ করে আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা দেখার জন্য।

লর্ড গ্রিনের এই সারসংক্ষেপটি পরবর্তী অগণিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

"কাউন্সিল অফ দেওয়ানী সার্ভিস ইউনিয়ন বনাম দেওয়ানী সার্ভিস মন্ত্রী (১৯৮৫) ১ এসি ৩৭৪: (১৯৮৪) ৩ এআইএল ইআর ৯৩৫: (১৯৮৪) ৩ ডাব্লুএলআর ১১৭৪]: লর্ড ডিপ্লকের বক্তৃতার একটি অংশে নীতির আধুনিক বিবৃতি পাওয়া যায়।

"অযৌক্তিকতা" দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি যেটিকে এখন সংক্ষেপে "ওয়েডনেসবারি অযৌক্তিকতা" হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। (অ্যাসোসিয়েটেড প্রভিন্সিয়াল পিকচার হাউসস লিমিটেড বনাম ওয়েডনেসবারি কর্পোরেশন। [(১৯৪৮)। কেবি ২২৩: (১৯৪৭) ২ এআইআইইআর ৬৮০]) এটি এমন একটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা যুক্তি বা স্বীকৃত নৈতিক মানগুলির অবজ্ঞায় এতটাই অপমানজনক যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নটিতে তার মন প্রয়োগ করেছিলেন তিনি সেখানে পৌঁছাতে পারতেন না।

৮০, এই পর্যায়ে, সুপ্রিম কোর্ট প্র্যাকটিস, ১৯৯৩, খণ্ড ১, পৃ. ৮৪৯-৮৫০, উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

৪, ওয়েডনেসবারি নীতি-একটি সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাতিল বা অন্যথায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কার্যধারায় একটি উপযুক্ত আদেশ দ্বারা মোকাবিলা করার জন্য দায়বদ্ধ হবে যেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সিদ্ধান্তটি এমন যে কোনও কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক আইনের উপর নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করতে পারে

(অ্যাসোসিয়েটেড প্রভিন্সিয়াল পিকচার হাউসস লিড বনাম ওয়েডনেসবারি কর্পোরেশন। [(১৯৪৮)। কেবি ২২৩: (১৯৪৭) ২ অল ইআর ৬৮০], প্রতি লর্ড গ্রিন, এম. আর.)"

৮১, অযৌক্তিকতার আরও দুটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার জন্য আদালত উন্মুক্ত। আদালত হস্তক্ষেপ করবে যেখানে সামগ্রিকভাবে নেওয়া তথ্যগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকভাবে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যদি কোনও পদক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করা তথ্যের ওজন অপ্রতিরোধ্য হয়, তবে অন্য কোনও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং, এমা হোটেলস লিমিটেড বনাম পরিবেশ বিষয়ক রাজ্য সচিব [(১৯৮০) ৪১ পি অ্যান্ড সি আর ২৫৫], রাজ্য সচিব বেশ কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন যা তাকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে গিয়েছিল যে একটি হোটেলে একজন অনাবাসিক বার এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে বারটি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে হোটেল ব্যবহারের ঘটনা নয়, বরং একটি পৃথক ব্যবহার গঠন করেছিল। বিভাগীয় আদালত সেই কারণগুলি বিশ্লেষণ করে যা রাজ্য সচিবকে সেই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় এবং এটি করার পরে, এটিকে একপাশে সরিয়ে দেয়। ডোনাল্ডসন, এল. বিচারপতি বলেছিলেন যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না যে কোন ভিত্তিতে রাষ্ট্র সচিব তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

(২) একটি সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হিসাবে বিবেচিত হবে যদি এটি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তার ক্রিয়াকলাপে নিরপেক্ষ এবং অসম হয়। এই ভিত্তিতে আর. বনাম বার্নেট লন্ডন বরো কাউন্সিল, প্রাক্তন পি জনসন [(১৯৮৯) ৮৮ এলজিআর ৭৩] কর্তৃপক্ষের পার্কগুলিতে অনুষ্ঠিত ইভেন্টগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত প্রকরণ বাতিল করা হয়েছিল।

৩১. এইভাবে দেখা যায় যে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন। কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা অতিক্রম করেছে, আইনের ত্রুটি করেছে বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছে কিনা তা নিয়ে আদালত তদন্ত করতে পারে। এটি পরীক্ষা করতে পারে যে কোনও কর্তৃপক্ষ এমন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কিনা যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ট্রাইব্যুনাল পৌঁছাতে পারত না বা তার ক্ষমতার অপব্যবহার করত না। সেই নীতি বাস্তবায়নের সময় কোনও নির্দিষ্ট নীতি বা নেওয়া কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ন্যায্য কিনা তা নির্ধারণ করা আদালতের পক্ষে নয় কোনও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অবৈধতা, অযৌক্তিকতা বা পদ্ধতিগত অনিয়মের দ্বারা কলুষিত হয়েছে কিনা তা আদালত পরীক্ষা করবে। অযৌক্তিকতার প্রশ্নটি পরীক্ষা করার সময় আদালত নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে

ওয়েডনেসবারি নীতি প্রয়োগ করার সময়, আদালত পরীক্ষা করবে যে কোনও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এমন কিনা যে কোনও কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক আইনের উপর পরিচালিত হতে পারে না এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করতে পারে না।

৩২. উপরোক্ত নীতি প্রয়োগ করে, এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে ৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের পি. এস. পি. সি. এল-এর সিদ্ধান্তকে অবৈধতা বা পদ্ধতিগত অনিয়মের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা যায় না। সিদ্ধান্তটি উক্ত আইনের ১১ ধারা অনুসারে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করে নেওয়া হয়। আক্রমণের জন্য যে সীমিত ক্ষেত্র উপলব্ধ থাকবে তা হল সিদ্ধান্তটি ওয়েডসবারি নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা। এটি কি বলা যেতে পারে যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নেওয়া সিদ্ধান্তটি এমন যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এটি গ্রহণ করেনি? কোনও সন্দেহ নেই যে, কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ চুক্তির প্রকরণ ১২.৪.১-এর উপরও নির্ভর করেছে, তবে এটিই একমাত্র ভিত্তি নয় যার ভিত্তিতে ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার সময়, পি. এস. পি. সি. এল বরাদ্দ চুক্তির ধারা উল্লেখ করেছে যার জন্য প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে কয়লা খনিগুলি গড়ে তোলা প্রয়োজন, তবে, এটিই একমাত্র ভিত্তি নয় যার ভিত্তিতে ই. এম. টি. এ-র প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। পি. এস. পি. সি. এল-এর ৬ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখের আদেশে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবেঃ

"তাছাড়া, সেরা অপারেটরকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়াটিকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। উল্লেখ করার দরকার নেই যে মূলধন/রাজস্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গঠনটি সম্পূর্ণ আলাদা, তাই দরপত্রের পরামিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে।"

৩৩. এইভাবে দেখা যায় যে পি. এস. পি. সি. এল সেরা অপারেটরকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইথাস আরও লক্ষ্য করেছে যে মূলধন/রাজস্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব, দরপত্রের পরামিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। এটি এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে বরাদ্দ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত। আমরা নিজেদের কাছে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত যুক্তিটি অযৌক্তিক বা নির্বিচারে বলা যেতে পারে কিনা। সর্বোত্তম দামে সেরা অপারেটর পাওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তকে এমন একটি সিদ্ধান্ত বলা যায় না যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তার কাজে নেবে না। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৮ সালের ৬ শতাংশ এপ্রিলের আদেশ/চিঠির উপর হামলাটি ভিত্তিহীন।

৩৪, ই. এম. টি. এ-র বিপুল বিনিয়োগের বিষয়ে শ্রী রোহতগির যুক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত আইনটি আইনে উপলব্ধ অন্যান্য প্রতিকারগুলি ছাড়াও ক্ষতিপূরণ চাওয়ার প্রতিকার প্রদান করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিষয়ে উত্থাপিত যুক্তিতে আমরা মুগ্ধ নই।

৩৫, ফলস্বরূপ, বি, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ আইনত টেকসই নয়। অতএব আপিল অনুমোদিত হয় এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২৫ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ বাতিল ও বাতিল করা হয়। মুলতুবি। ক (গুলি), যদি থাকে, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu